Organization Accredited
by Joint Commission International

stsgroup

Apollo Hospitals
DHAKA
touching lives

The first and only JCI Accredited
hospital in Bangladesh

মূত্রনালির সংক্রমণ বা ইউ টি আই

বিশ্বে প্রতি ৫ নারীর মধ্যে একজন জীবনে অন্তত একবার মূত্রনালির সংক্রমণ বা ইউ টি আই রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে বিশ শতাংশের কাছাকাছি নারী সেরে ওঠার পর ফের সংক্রমিত হয় এবং তাদের মধ্যে ৩০ ভাগ আবার এ-অসুখে পড়ে। বাকি ৮০ ভাগ নারী বারবার সংক্রমিত হয়। পুরুষরাও এ-অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। শিশুদের মধ্যে চার থেকে আট বছরের মেয়েদের মূত্রনালি সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

কিছু তথ্য

। ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মূত্রনালির সংক্রমণের কারণ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া
। এ-রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ভালো ফল দেয়
। যাদের আবার মূত্রনালির সংক্রমণ দেখা দেয়, তাদের অন্যান্য সমস্যা সনাক্ত করনের জন্য বাড়তি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়

মূত্রনালির প্রদাহ

মূত্রনালি বা এর বিভিন্ন অংশে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে লালচে হয়ে যায়, তাতে জ্বালাপোড়া ও ব্যথা অনুভূত হয়। বেশির ভাগ সংক্রমণ দেখা দেয় মূত্রনালির ভেতরে, যেখানে শরীর থেকে নির্গমনের আগে প্রস্রাব জমা থাকে। যদি এই প্রদাহ সঠিকভাবে চিকিৎসা করানো না হয়, তবে তা কিডনিতে সংক্রমিত হয় এবং জটিল আকার ধারণ করে, যাকে পাইলোনেফ্রাইটিস বলে।

সংক্রমণের কারণ

প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মূত্রনালির সংক্রমণের কারণ ই-কলাই নামের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া সাধারণত বৃহদন্ত্রে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে একে মূত্রনালিতে পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু সংক্রমণ ঘটে দুর্লভ প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়ার কারণে।

লক্ষনগুলো

। ঘন-ঘন প্রস্রাবের চাপ হওয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় সামান্য প্রস্রাব নির্গত হওয়া
। প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া হওয়া
। বিরামহীন ব্যথা এবং তলপেটে ব্যথা যুক্ত চাপ অনুভূত হওয়া
। অস্বচ্ছ ও রক্তাভ বর্ণের প্রস্রাব
। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ হওয়া
। শিশুদের স্বল্পমেয়াদে জ্বর ওঠা

যে-সব পরীক্ষা করাতে হয়

প্রস্রাব এবং রক্তের পরীক্ষা করাতে হয়। কোন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটেছে, তা বুঝে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের জন্য এই পরীক্ষা। চিকিৎসায় যদি নিরাময় না হয় অথবা আবার সংক্রমিত হলে চিকিৎসক এই পরীক্ষাগুলো করাতে পারে:

। ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাম; শিরায় ইনজেকশন দিয়ে ডাই বা রঞ্জক প্রয়োগের মাধ্যমে কিডনি ও মূত্রথলির ছবি তোলা হয়
। আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষা, যাতে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে কিডনি ও মূত্রথলির ছবি তোলা হয়
। সিস্টোসকপিক টেস্ট, যেখানে একটি ফাঁপা নলের সঙ্গে বিশেষ লেন্স লাগিয়ে মূত্রথলির ভেতরের অংশ পর্যবেক্ষণ করা হয়

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

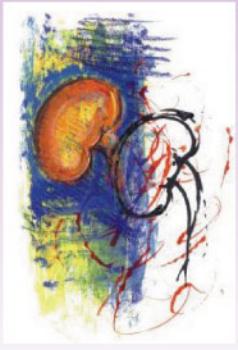

চিকিৎসা

মূত্রনালির সংক্রমণের চিকিৎসা অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। চিকিৎসার বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয়। সংক্রমণ সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসক এক বা দুই সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করিয়ে থাকেন। সংক্রমণ কিডনিতে বিস্তৃত হলে কয়েক সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হতে পারে। পাশাপাশি চিকিৎসক তরল খাওয়ারও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

মূত্রনালির সংক্রমণে বেশি আক্রান্ত হয়

যে-কেউ এতে আক্রান্ত হতে পারে। তবে কিছু লোকের এ অসুখ অন্যদের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

। পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি সংক্রমিত হয়, কারণ তাদের মূত্রথলি ছোট।

। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম পরিবর্তিত হওয়ায় তাদের মূত্রনালি সহজে সংক্রমিত হয়।

। যাদের মূত্রনালিতে প্রতিবন্ধক বা ব্লক থাকে (যেমন কিডনিতে পাথর) তাদের অসুখটি হয়ে থাকে। পুরুষের প্রোস্টেট গ্লান্ড বড় হলে ব্লক বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, ফলে প্রস্রাবের গতি কমে যায় এবং মূত্রনালি সংক্রমিত হয়।

। যে-সব শিশু মূত্রনালির অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মায়, তাদের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

। মূত্রথলিতে দীর্ঘদিন ধরে ক্যাথেটার বা নল স্থাপিত থাকলে ক্যাথেটারের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া মূত্রথলিতে ঢোকে। ফলে মূত্রনালি সংক্রমিত হয়ে থাকে।

গর্ভবতীদের মূত্রনালি সংক্রমণ

মূত্রনালির সংক্রমণ গর্ভবস্থায় বেশি সংবেদনশীল। এই সময় সংক্রমণ কিডনিতে দ্রুত ছড়াতে পারে। যদি গর্ভবতী নারীর এই সংক্রমণের সঠিক চিকিৎসা না হয়, তবে তার উচ্চ রক্তচাপে ভোগা এবং প্রিম্যাচিওর বেবি বা নির্ধারিত সময়ের আগে শিশু জন্ম দেয়ার আশঙ্কা বেশি।

নারীর যদি আবার মূত্রনালির সংক্রমণ ঘটে

মূত্রনালির সংক্রমণে ফের আক্রান্ত নারীর (বছরে তিন বারের বেশি) উচিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া। চিকিৎসক যা করে থাকেন-

। ছয় মাস বা তার বেশি সময় স্বল্প মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দেন

। শারীরিক মিলনের পর একবার বা সিঙ্গেল ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে বলেন

। সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে এক বা দু'দিন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহনের পরামর্শ দেন

প্রতিরোধে নারীরা যা করতে পারেন

। কখনোই বাথরুমে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন না, যখন প্রস্রাবের চাপ অনুভব করবেন

। প্রতিদিন এবং শারীরিক মিলনের পর গোপনাঙ্গ পরিস্কার রাখুন

। শারীরিক মিলনের পরে এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই প্রস্রাব করুন

(সমাপ্ত)

বিশ্বে প্রতি ৫ জন নারীর মধ্যে একজন নারী জীবনে অন্তত একবার মূত্রনালীর সংক্রমন বা ইউ টি আই রোগে আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের কাছাকাছি ইউ টি আই সংক্রমিত নারী দ্বিতীয়বার সংক্রমিত হয় এবং তাদের মধ্যে ৩০ ভাগ নারী পুনরায় সংক্রমিত হয়। বাকিদের মধ্যে ৮০ ভাগ নারী পুনঃপুনঃ সংক্রমিত হয়।

মূত্রনালীর সংক্রমন বা ইউ টি আই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং বিশেষায়িত সেবার জন্য যোগাযোগ করুন

এ্যাপোলো কিডনি এন্ড ইউরোলজি সেন্টার

ইমার্জেন্সি হটলাইন: ১০৬৭৮

এ্যাপয়েন্টমেন্ট: (০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৭২৯ APOLLO, ০১৮৪১ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO, ০১৯৭১ APOLLO, APOLLO সমার্থক সংখ্যা: 276556

Organization Accredited by Joint Commission International

sts group

Apollo Hospitals DHAKA

touching lives